ইসলামি নারী

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

মৌলানা আবু তাহের রাহমানী কর্তৃক, পাক-ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ট তাফসিরকারক, হজরত আশরাফ আলী থানভীর (রঃ) বিখ্যাত কিতাব 'হুকুকে মু'আশারাতের' বাংলায় অনুবাদিত, '*কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন*' বইয়ের ৫ম অধ্যায়ে নারীর ওপর পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা, যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা হুবহু তুলে দেয়া হলো। সাথে আমার উৎসুক মনের প্রশ্ন গুলোও।

স্বামীর অধিকার

মহান আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রতি বিরাট অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা, তার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকা অত্যন্ত সোয়াবের কাজ: এ সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থসমুহে অনেক হাদীস পাওয়া যায়।

হাদীস-১

রাসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজানের রোজা আদায় করবে, নিজের ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষা করবে এবং স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য করবে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (মিশকাত পৃঃ ২০১)

- এ গুড রিওয়ারড ফর স্লেইভারী ! জান্নাতে উইন্ডো শপিং ?

হাদীস-২

রাসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যবরণ করবে যে, স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে যায়। (তিরমিজী)

- আর যে নারী অবিবাহিত মারা গেল? তাদের জন্য পুরুষ রিজারভেশন আছে?

হাদীস-৩

রাসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, যদি আমি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম সে যেন স্বামীকে সেজদা করে। আর স্বামী যদি স্ত্রীকে এই পাহাড়ের পাথরসমুহ ঐ পাহাড়ে, আর ঐ পাহাড়ের পাথরসমুহ এই পাহাড়ে বহন করে নিয়ে আসার হুকুম করে, তাহলে তা পালন করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। (মিশকাত পৃঃ ২৮১)

- ভাগ্যিস ১৫শো বছর পার হয়ে গেছে কোন স্বামী এমন হুকুম করতে শুনি নাই। তবু দিন প্রহর বেশী ভাল নয়, ভবিষ্যতের কথা বলা যায়না। কোন স্বামী যদি সত্যিই এমন হুকুম করে বসে, তাহলে বোনেরা, আপনাদের অবস্থাটা কি হবে? একপাহাড় পাথর বহন করলে কোমরটা সঠিক যায়গায় থাকবে বলে মনে হয়না, আর হুকুম না মানলে জান্নাত পাবেন না। আইনটাতো আর অশিক্ষিত কোন মূর্খ গাধা লিখে নাই, এ যে আল্লাহর আইন।

হাদীস-৪

রাসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন কাজের জন্য ডাকে তখন তার ডাকে সাড়া দেয়া স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও সে চুলার ওপর থাকে। অর্থাৎ স্ত্রী যত জরুরী কাজেই থাকুকনা কেন, স্বামী ডাকামাত্র সবকিছু ত্যাগ করে তার ডাকে সাড়া দেয়া জরুরী।

- আর যদি মহিলা টয়লেটে থাকেন? নো টাইম ফর ওয়াশ? পুওর ওমেন।

হাদীস-৫

রাসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, যদি স্বামী স্ত্রীকে তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য আহ্বান করা সত্বেও সে তার ডাকে সাড়া না দেয় এবং এমতাবস্থায় স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে রাত অতিবাহিত করে, তাহলে উক্ত স্ত্রীর প্রতি ফেরেস্তাগণ ভোর পর্যন্ত লা'নত করতে থাকেন।

- ফেরেস্তারা লা'নত দিক অসুবিধে নেই। ভাগ্য ভাল জালিম আইন যে স্ত্রীকে রেইপ করার হুকুম করেনি। ফেরেস্তারাও যে কি? লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে রাতভর সেক্স নিয়েই ভাববে? তাদের আর কোন কাজ নেই?

হাদীস-৬

রাসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, কোন স্ত্রী যখন তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে উক্ত স্বামীর জন্য নির্ধারিত হুরগণ বলতে থাকেন- আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তুমি তাকে কষ্ট দিওনা, সে তো তোমার কাছে অস্থায়ী মেহমান। অচিরেই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের সান্নিধ্যে চলে আসবে।

- হায়রে সতীনের জ্বালা। সাবধান বোনেরা, হেতায় তোমার শ্যামের প্রেমে মজে, নৃত্যের তালে-তালে শ্যাম-কীর্তন করছে সত্তরজন কাম-উম্মাদিনী গোপিনী।

নৃত্যের আসরে ঘোমটা পরা জগতের নারী শোভা পায়না। বৃন্দাবনে না যাওয়াই ভাল।

স্বামীর মর্যাদা

হে নারীগণ ! তোমরা পুরুষের সামনে এত ছোট যে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, যদি আমি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম সে যেন স্বামীকে সেজদা করে। হাদীসে এমন বলা হয়নি যে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে ক্রীতদাস-দাসীকে হুকুম দিতাম তারা যেন তাদের মনিবকে সেজদা করে। সুতরাং প্রমান হয়ে গেলো যে, স্বামীর কাছে তোমাদের মর্যাদা ক্রীতদাস-দাসীর চেয়েও কম। যদি বলো, তোমাদের ক্রুধ ও উত্তেজনার কারণ তোমাদের স্বামীর ক্রুধ ও উত্তেজনা, তাহলে শুনো- ক্রুধ ও উত্তেজনা প্রকাশের ক্ষেত্র এমন ব্যক্তি যে নিজের চেয়ে ছোট কিংবা সমকক্ষ। মানুষ যাকে নিজের চেয়ে বড় ও মর্যাদাশীল মনে করে তার ওপর কখনো ক্রুদ্ধ হয়না। যেমন মনিবের ওপর চাকর ক্রুদ্ধ হয়না, রাজার ওপর প্রজা ক্রুদ্ধ হয়না, পিতার ওপর পুত্র ক্রুদ্ধ হয়না। তোমরা যদি নিজেকে স্বামীর চেয়ে ছোট ও তার অধীনস্থ মনে করতে তাহলে স্বামী যতই ক্রুধান্বিত বা উত্তেজিত হোক না কেন, তোমরা কিছুতেই তার ওপর ক্রুদ্ধ হতেনা। স্বামীকে কখনই তোমাদের সমকক্ষ মনে করোনা। আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখো এবং স্বামীর ক্রুধ ও উত্তেজনার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রাখো।

হে নারীগণ ! অধিকহারে কিছু দোয়া-দরুদ, আল্হামদুলিল্লাহ্, সোবহানাল্লাহ ও তস্বিহ পড়াকেই তোমরা দ্বীন মনে করো, অতচ তোমাদের স্বামীর আনুগত্য ও তার আদেশ পালন করা তার চেয়ে অধিক সোয়াবের কাজ। রাসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির নামাজ রোজা সহ কোন এবাদতই কবুল হবেনা, তম্মধ্যে একজন সে নারী যার ওপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট।

চলবে-